কোচ পণ্ডিতের কাছে ‘এক্স ফ্যাক্টর’ রাহানে

‘হোম অ্যাডভান্টেজ’ বিতর্ক নিয়েই আজ নামছে নাইটরা

শুভায়ন চক্রবর্তী ● মুম্বই

অষ্টাদশ আইপিএলে প্রধান চরিত্র কে? মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ‘জেনারেশন গোল্ড’ হোক বা অভিষেক শর্মা, রিঙ্কু সিং, ঋষভ পন্থের ‘জেনারেশন বোল্ড’। আইপিএলে তারকার অভাব ছিল না কোনওদিনই। কিন্তু এবার যেন সেসব ক্রিকেটীয় মণিমুক্তদের পিছনে ফেলে দিয়েছে অন্য একটা চরিত্র। যাকে নিয়ে কেকেআর থেকে সিএসকে- বর্তমান চ্যাম্পিয়ন থেকে আইপিএলের সফলতম দল, সকলেই সরব। যে চরিত্রের নাম ‘হোম অ্যাডভান্টেজ’। যাকে না ‘পাওয়া’ নিয়ে উত্তাল নাইট সমর্থকরা, যাকে না পেয়ে ‘দুঃখ’ গোপন করেননি সিএসকে কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং। সোমবারের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের আগেও আলোচনায় সেই হোম অ্যাডভান্টেজ।

বিতর্কের শুরুটাই কেকেআর ধাত্রীগৃহ ইডেন থেকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ওয়াংখেড়েতে নামার আগে প্রশ্ন উড়ে এল চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দিকে। নাইট হেডস্যর শুরুটা করলেন সাবধানী ঢংয়ে, “আমাদের যে উইকেটই দেওয়া হবে, আমরা তাতেই খেলব। পিচের নিয়ন্ত্রণ কিউরেটরের হাতেই থাকবে। এই মুহূর্তে আমরা শুধুই আগামীকালের ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। তাই কে কী করছে, কোনটা কার নিয়ন্ত্রণে থাকছে, সেটা একেবারেই আমরা ভাবনার বিষয়বস্তু নয়। কালকের ম্যাচটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ওতেই ফোকাস করছি।” এই পর্যন্ত বলে হঠাৎই গিয়ার বদলালেন পণ্ডিত। “হোম অ্যাডভান্টেজ পেলে কে খুশি হবে না বলুন তো? হয়তো অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি উইকেটের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমরা সেসব জানি না,” স্পষ্ট করে দিলেন ইডেন নিয়ে ‘অসন্তোষ’।

সোমবারের ম্যাচ অ্যাওয়ে হলেও কিছুটা হোম অ্যাডভান্টেজ থাকছে কেকেআর শিবিরেও। সৌজন্য নাইট অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেলার সুবাদে যিনি ওয়াংখেড়ের শিরা-উপশিরা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সঙ্গে ভালোমতোই চেনেন প্রতিপক্ষের এক নম্বর তারকা রোহিত শর্মাকে। চলতি আইপিএলে এখনও রান পাননি ‘হিটম্যান’, জয়ের মুখ দেখেনি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরাও। তবে প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে না নেওয়ার পথেই হাঁটলেন পণ্ডিত, “রোহিতের দুর্বলতা নিয়ে কথা বলাটা আমার জন্য কঠিন কাজ। তবে অনেক ভালো প্লেয়ারই পারফর্ম করতে পারছে না। ভালো প্লেয়ারকে ঠেকানোটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর অজিঙ্ক বহু বছর ধরেই মুম্বইয়ের হয়ে খেলছে। ফলে পিচ বা পরিবেশটা ঠিক কেমন হবে, ওর অজানা নয়। আবার মুম্বই শিবিরেও যে স্থানীয় ক্রিকেটাররা আছে, সেকথা ভুললে চলবে না।”

ওয়াংখেড়েতে আড্ডা রাসেল-নারিনদের।

গুয়াহাটিতে রাজস্থানকে হারানোর পর দল নির্বাচন নিয়ে একটা চিন্তা কমেছে নাইটদের। ওপেনার হিসাবে আপাতত স্থায়ী হয়ে গিয়েছেন কুইন্টন ডি’কক। তেমনই আরও একটা চিন্তা বেড়েছে। শেষ ম্যাচে হঠাৎ করে দলে এসে দুরন্ত পারফর্ম করেছেন মইন আলি। যাঁর বদলি হিসাবে এসেছিলেন ইংরেজ অলরাউন্ডার, সেই সুনীল নারিন পুরোপুরি সুস্থ। কোচ পণ্ডিত বলেও গেলেন সেকথা, “নারিন একশো শতাংশ ফিট। শনিবার থেকেই অনুশীলন করছে। ফলে খেলার জন্য ও তৈরি পুরোপুরি।” কিন্তু গুয়াহাটির পারফরম্যান্সের পর মইনকেই বা বাদ দেওয়া হবে কীভাবে?

সেই প্রশ্নের জবাব হতে পারেন আন্দ্রে রাসেল। প্রথম দু’ম্যাচে খেললেও বল করেননি ‘দ্রে রাস’। সেই ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারকে মুম্বইয়ের নেটে দেখা গেল পুরোদমে বোলিং করতে। শনিবারের পর রবিবারও দীর্ঘক্ষণ বল করে গেলেন। সেক্ষেত্রে পেসার স্পেনসার জনসনকে বসিয়ে নারিনকে দলে ফেরানোর পথে যেতে পারে কেকেআর। এমনিতে প্রথম দু’ম্যাচে সুযোগ পেলেও আহামরি কিছু করতে পারেননি জনসন। ফলে তিনি যে মুম্বই ম্যাচ বাদ পড়বেন, তা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল। শনিবার নেটে আনরিখ নখিয়াকে পুরোদমে বল করতে দেখে জোরালো হয়েছিল সেই সম্ভাবনা। এদিনও প্রোটিয়া পেসার বল করলেন অনেকক্ষণ। তবে হর্ষিত রানা ও বৈভব অরোরার পাশাপাশি কেকেআরের তৃতীয় পেসার হিসাবে রাসেলকে দেখার সম্ভাবনাই আপাতত বেশি।

আজ আইপিএলে
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স
সন্ধ্যা ৭.৩০, ওয়াংখেড়ে
স্টার স্পোর্টস ও জিও-হটস্টারে

সুপার কাপের আগেই থাংবই ইস্টবেঙ্গলের ‘হেড অব ফুটবল’

দুলাল দে

মরশুম শেষ হয়নি। এখনও বাকি রয়েছে সুপার কাপ। তার আগেই পরের মরশুম নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামি।

হঠাৎ করেই হাওয়া ছড়িয়েছিল, পরের মরশুমে লাল-হলুদের সঙ্গে থাকবে না ইমামি। সেই ধারণা অবশ্য অনেক আগে বাতিল করে দিয়েছেন

থাকছেন অময় ঘোষালও, সহকারী সেই বিনো

ইমামি কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল। পরিবর্তে পরের মরশুমে কীভাবে দল গঠন হবে। পাশাপাশি শুধুই সিনিয়র দল নয়, জুনিয়র ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম নিয়েও পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে ইমামি। এক্ষেত্রে আরও একটা হাওয়া ছড়িয়েছে লাল-হলুদের সঙ্গে থাংবই সিংটোকে জড়িয়ে। তাঁর সম্পর্কে এ মুহূর্তে নানারকম খবর ছড়াচ্ছে। কেউ বলছেন, সিটিও অময় ঘোষালকে সরিয়ে নিয়ে আসা হবে হায়দরাবাদের প্রাক্তন কোচ থাংবইকে। ফুটবলার রিক্রুটমেন্ট থেকে কোচ অস্কার ব্রুজোর সহকারী রূপে পরের মরশুম থেকে বেঞ্চে বসবেন থাংবই। এরকম বহু গল্প ঘুড়ে বেড়াচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে। কিন্তু আসল সত্য এর বহু দূরে।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে থাংবই সিংটোর কথা হয়ে গিয়েছে, এটা সত্যি। তবে তিনি লাল-হলুদে আসছেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে নয়। তাঁর পদের নাম হতে চলেছে, ‘হেড অব ফুটবল।’ এক্ষেত্রে পুরো ইস্টবেঙ্গল দলটাই দেখার কথা থাংবই সিংটোর। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল সূত্রে যা খবর, তাতে হেড অব ফুটবল পদে বসলেও, ইস্টবেঙ্গল দলের পুরো দায়িত্ব পাচ্ছেন না থাংবই সিংটো।

যতই হাওয়া উঠুক, তিনি বাদ যাচ্ছেন, তবুও সিটিও অময় ঘোষালকে পরের মরশুমেও যত্ন করেই রেখে দেওয়া হচ্ছে। তিনি সিটিও হিসেবেই থাকবেন। তাহলে থাংবই সিংটোর কাজটা কী? আপাতত যা ঠিক হয়েছে, তাতে থাংবই সিংটো এখন জুনিয়র দলের দেখভাল করবেন। অস্কার ব্রুজো আসার পর সিনিয়র দল নিয়েও মতামত দেবেন। তবে কোনওমতেই অস্কারের সহকারী হিসেবে ম্যাচের সময় মাঠের মধ্যে, কিংবা প্র্যাকটিসে দেখা যাবে না তাঁকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকবেন মাঠের বাইরে। অস্কারের সহকারী হিসেবে মাঠে থাকবেন বিনো জর্জ। সেক্ষেত্রে থাংবই সিংটো জুনিয়র ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম নিয়ে বিনো জর্জের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আর অময় ঘোষালের কাজ হবে শুধুই সিনিয়র দলের ফুটবলার রিক্রুটের ব্যাপারে ক্লাবকে পরামর্শ দেওয়া। অন্যান্য মরশুমের মতো এই মরশুমেও অময় ঘোষাল তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। পাশাপাশি ইমামি কর্তারা থাংবই সিংটোর সঙ্গেও আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন, জুনিয়র ফুটবল ডেভলপমেন্ট সহ দেশজুড়ে প্রতিভাবান ফুটবলারদের কীভাবে রিক্রুট করা যায়, তা নিয়ে। তবে থাংবইয়ের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য পরের মরশুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নন ইমামি কর্তারা। ঠিক হয়েছে, সুপার কাপ শুরুর আগেই দলের হেড অব ফুটবল হিসেবে থাংবই সিংটোর সঙ্গে চুক্তি করে নেবে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের সময়েও দলের সঙ্গে থাকবেন। তবে গ্যালারিতে। আর দল নিয়ে তাঁর যে ভাবনা চিন্তা, সব কিছুই অস্কার ব্রুজোকে জানাবেন মাঠের বাইরে। তবে অময় ঘোষাল সিনিয়র দলের ফুটবলার রিক্রুটের দায়িত্বে থাকা মানে এই নয় যে, থাংবই সিনিয়র দলের ফুটবলার নিয়ে কোনও পরামর্শ দেবেন না। তিনিও সন্ধানে থাকলে ক্লাবকে কোনও ফুটবলার রিক্রুটের ব্যাপারে অবশ্যই পরামর্শ দেবেন।

থাংবই সিংটো।

ইমামি কর্তারা থাংবই সিংটোর সঙ্গেও আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন, জুনিয়র ফুটবল ডেভলপমেন্ট সহ দেশজুড়ে প্রতিভাবান ফুটবলারদের কীভাবে রিক্রুট করা যায়, তা নিয়ে। তবে থাংবইয়ের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য পরের মরশুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নন ইমামি কর্তারা। ঠিক হয়েছে, সুপার কাপ শুরুর আগেই দলের হেড অব ফুটবল হিসেবে থাংবই সিংটোর সঙ্গে চুক্তি করে নেবে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের সময়েও দলের সঙ্গে থাকবেন। তবে গ্যালারিতে।

দুঙ্গাদের কাছে লড়ে হারলেন বিজয়নরা

স্টাফ রিপোর্টার : দলটার নাম ব্রাজিল মাস্টার্স। সেই দলে কে নেই? রোনাল্ডিনহো, রিভাল্ডো, কাফু, দুঙ্গা, লুসিও, এডমিলসন। অন্যদিকে ভারতীয় দলে কে নেই? আইএম বিজয়ন, আলভিটো ডি’কুনহা, এন প্রদীপ, বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ, মহেশ গাউলি, মেহতাব হোসেন, রহিম নবি সহ জাতীয় দলের একঝাঁক প্রাক্তন ফুটবলাররা। একঝাঁক বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে আইএম বিজয়নরা রবিবার চেন্নাইতে ২-১ গোলে হেরে গেলেন ঠিকই। কিন্তু মন জয় করে নিলেন দর্শকদের। ব্রাজিল মাস্টার্সের দলে খেলতে ভারতে উড়ে এসেছেন ১৯৯৪ ও ২০০২ বিশ্বকাপ খেলা ব্রাজিল দলের একঝাঁক প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করে গেলেন বিজয়নরা। ব্রাজিল মাস্টার্সের হয়ে গোল করেছেন ভিওলা ও অলিভিয়েরা। ভারতের প্রাক্তনদের হয়ে গোল করেন বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ।

রোনাল্ডিনহোকে জড়িয়ে ধরলেন বিজয়ন। চেন্নাইয়ে রবিবার।

(বাঁদিকে) বেলেঘাটা টুটু বোস ফ্যান্স ক্লাবের মোহনবাগানের আইএসএল শিল্ড জয় ও কলকাতা হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সেলিব্রেশন। কেক কেটে উদযাপন করলেন মোহনবাগান সহসভাপতি কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস, প্রাক্তন খেলোয়াড় কম্পটন দত্ত, বর্ষীয়ান সদস্য রথীন্দ্রনাথ পাল ও সুনীল কুমার রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা আশুতোষ দাস, অলোক দাস। (মাঝে) মেরিনার্স এরিনার কাদাপাড়ার অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন শিল্ডজয়ী দলের সৌরভ ভানওয়ালা, সালাউদ্দিন আদনান ও দীপেন্দু বিশ্বাস। (ডানদিকে) উত্তর কলকাতা মোহনবাগানের উদ্যোগে আইএসএল লিগ শিল্ড জয়ের উদযাপন ও কলকাতা হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। উপস্থিত প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল সেন, মোহনবাগান সহ-সভাপতি কুণাল ঘোষ, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সহ মোহনবাগান হকি দলের সদস্যরা।

টিকিটের দাম কমাল কেকেআর

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ইডেনেই হতে চলেছে কেকেআর বনাম এলএসজি ম্যাচ। তবে ৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ম্যাচটি হবে দু’দিন পর, ৮ মার্চ। আর সেই ম্যাচের টিকিটের দাম কমাল নাইট ম্যানেজমেন্ট। আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে টিকিটের ন্যূনতম দাম ছিল ৯০০ টাকা। তারপর দু’হাজার, সাড়ে তিন হাজার, পাঁচ হাজার, ছ’হাজার, ১০ হাজার এবং ১৫ হাজার টাকার টিকিট ছিল। লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেই দামেই পরিবর্তন আনা হয়েছে। ন্যূনতম দাম অবশ্য ৯০০ টাকাই থাকছে। কিন্তু তারপর দাম কমে হয়েছে ১২০০, ১৫০০ এবং ১৮০০ টাকা। ইডেনের ক্লাব হাউসের আপার এবং লোয়ার টিয়ারের টিকিটের দাম যথাক্রমে রাখা হয়েছে ছয় এবং ১০ হাজার টাকা। এরপর রয়েছে ১২ হাজার, ২৫ হাজার এবং ৩৫ হাজার টাকার টিকিট। যদিও এই বদল করা হয়েছে শুধু লখনউ ম্যাচের ক্ষেত্রে।

দিল্লির স্টার্ক-প্রহারে অস্তাচলে সানরাইজার্স

স্টাফ রিপোর্টার : সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হল টা কী?

কমলা ব্রিগেডের বিস্ফোরক ব্যাটিং লাইন-আপ জ্বলে উঠেছিল নিজেদের প্রথম ম্যাচে, রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে। একটুর জন্য সর্বোচ্চ রানের আইপিএল রেকর্ড রক্ষা পায় সেদিন। কিন্তু তারপর থেকে সেভাবে পারফর্মই করতে পারছে না সেই লাইন-আপ। গত ম্যাচে ঘরের মাঠে এলএসজি-র বিরুদ্ধে দু’শোর গণ্ডিই পার করতে পারেনি তারা। আর রবিবার বিশাখাপত্তনমে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে পুরো কুড়ি ওভার ব্যাটই করতে পারল না হায়দরাবাদ। যে ম্যাচ চার ওভার হাতে রেখে সহজেই সাত উইকেটে জিতল দিল্লি।

এদিন অবশ্য এক পুরনো শত্রুর সামনেই নতজানু হল সানরাইজার্স। আর সেই শত্রুর নাম মিচেল স্টার্ক। গত মরশুমে আইপিএলের সর্বকালীন সর্বোচ্চ মূল্যের ক্রিকেটার হিসাবে প্রথমবার সানরাইজার্সের মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্ট্রেলীয় স্পিডস্টার। সেদিন নাইট জার্সিতে সূচনাটা একেবারেই ভালো করতে পারেননি স্টার্ক। চার ওভারে দেন ৫৩ রান, পাননি একটিও উইকেট। যার ফলে পৌনে পঁচিশ কোটি দাম পাওয়া নিয়ে সমালোচনা আর বিদ্রুপের স্রোতে ভাসতে হয়েছিল এই তারকা পেসারকে। সেই রাগ থেকেই হয়তো সানরাইজার্সকে সামনে পেলেই জ্বলে ওঠেন স্টার্ক। গত বছরই প্রথম কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনালে এই সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরা হয়েছেন স্টার্ক।

রবিবার দিল্লির জার্সিতে তিনি দেখা দিলেন আরও বিধ্বংসী রূপে। একাই ছারখার করলেন প্রতিপক্ষের বিস্ফোরক ব্যাটিংকে। পাঁচ-পাঁচটা উইকেট নিলেন তিনি, ৩.৪ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে। এদিন তাঁর শিকার ট্রাভিস হেড (২২), ঈশান কিষাণ (২), নীতীশ রেড্ডি (০), উইয়ান মুল্ডার (৯) এবং হর্ষল প্যাটেল (৫)। শুরুতে স্টার্কের দাপটে যে ৩৭/৪ হয়ে গেল সানরাইজার্স, তারপর আর ঘুরেই দাঁড়াতে পারল না তারা। যেটুকু লড়লেন, একা অনিকেত ভার্মা। তাঁর ৪১ বলে ৭৪ রানের ইনিংসই ভালো জায়গায় পৌঁছে দিল সানরাইজার্সকে। কিছুটা রান পেলেন হেনরিখ ক্লাসেন (৩২)। দিল্লির হয়ে ৩ উইকেট পেলেন কুলদীপ যাদবও। শেষে সেই স্টার্কের দাপটেই ১৬৩ রানে গুটিয়ে গেল হায়দরাবাদ।

আইপিএলে ১৬৪ রান তাড়া করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। দিল্লিরও সমস্যা হল না। দুই ওপেনার জেক ফ্রেশার-ম্যাকগার্ক (৩৮) এবং ফাফ ডু’প্লেসি (৫০) নয় ওভারে ৮১ রান তুলে জয়ের ভিতটা গড়েই দিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনে শুরুটা ঝোড়ো করলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হলেন না কেএল রাহুল (৫ বলে ১৫)। তবে বাকি কাজটা অনায়াসেই করলেন অভিষেক পোড়েল। ১৮ বলে অপরাজিত ৩৪ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে দিল্লিকে দু’পয়েন্ট এনে দিলেন এই বঙ্গসন্তান। ১৬ ওভারেই ১৬৬/৩ তুলে ম্যাচ জেতে দিল্লি। ট্রিস্টান স্টাবস করলেন ২১ নঃআঃ। সানরাইজার্সের হয়ে তিনটি উইকেটই পেলেন অভিষেককারী জিশান আনসারি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ : ১৮.৪ ওভারে ১৬৩ (অনিকেত ৭৪, স্টার্ক ৫/৩৫, কুলদীপ ৩/২২)। **দিল্লি ক্যাপিটালস :** ১৬ ওভারে ১৬৬/৩ (ডু’প্লেসি ৫০, জেক ৩৮, জিশান ৩/৪২)।

সূচি ঘোষিত

মেলবোর্ন : চলতি বছরের শেষের দিকে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই সিরিজ ভারত তিনটি ওয়ান ডে ও পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। রবিবার সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সূচি অনুযায়ী ভারতীয় দলকে গোটা অস্ট্রেলিয়া সফর করতে হবে। ১৯ অক্টোবর সিরিজ শুরু। শেষ ৮ নভেম্বর। ওয়ান ডে ম্যাচ গুলি হবে দিন-রাতের। আর টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলি হবে রাতে।

ঘোষিত সূচি : ওয়ান ডে সিরিজ : ১৯ অক্টোবর (পারথ), ২৩ অক্টোবর (অ্যাডিলেড), ২৫ অক্টোবর (সিডনি)। টি-টোয়েন্টি সিরিজ : ২৯ অক্টোবর (ক্যানবেরা), ৩১ অক্টোবর (মেলবোর্ন), ২ নভেম্বর (হোবার্ট), ৬ নভেম্বর (গোল্ড কোস্ট), ৮ নভেম্বর (ব্রিসবেন)।

হল না ধোনি-ধামাকা, হারল চেন্নাই

স্টাফ রিপোর্টার : মহেন্দ্র সিং ধোনির নম্বরে ব্যাট করতে নামা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফেলেছেন তাঁর একদা সতীর্থরা। শেন ওয়াটসন-রবিন উথাপ্পাদের সেই কথা কি ধোনির কানেও পৌঁছে গিয়েছে? না হলে রবিবার হঠাৎ করে কেন সাত নম্বরে নেমে পড়লেন মাহি? অবশ্য রবিবার রাতে সেটাও সিএসকে-র বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের জয় ঠেকাতে পারেনি।

এদিন বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে ধোনি যখন নামলেন, ২৫ বলে ৫৪ করতে হবে চেন্নাইকে। উইকেটে ছিলেন সিএসকে-র পুরনো যোদ্ধা রবীন্দ্র জাদেজাও। শেষ ম্যাচে যেভাবে ১৬ বলে ৩০ নঃআঃ করেছেন ধোনি, তাতে তাঁকে আগে নামতে দেখে কিছুটা উৎফুল্লই হয়েছিল সিএসকে-জনতা। কিন্তু আরসিবি ম্যাচের পুনরাবৃত্তি এদিন গুয়াহাটিতে করতে পারলেন না তিনি। ১১ বলে ১৬ করেই ফিরে গেলেন, মারলেন একটা করে চার-ছয়। আর সেখানেই এইপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল রাজস্থানের জয়। রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৬৩) আর জাদেজার (৩২ নঃআঃ) লড়াইয়ের পরও ছ’রানে হার এড়াতে পারল না সিএসকে।

এদিন প্রথমে ব্যাট করে ১৮২/৯ স্কোর করে রাজস্থান।

নীতীশ রানাকে স্টাম্প করছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

এক প্রান্তে নিয়মিত উইকেট পড়লেও উল্টোদিকে রান তোলার কাজটা চালিয়ে গিয়েছেন নীতীশ রানা। তাঁর ৩৬ বলে ৮১ রানের ইনিংসই ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয় প্রথমবারের চ্যাম্পিয়নদের। যদিও সেট হয়ে যাওয়া নীতীশকে ফেরানোর অন্যতম কারিগর সেই ধোনিই, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে দুরন্ত স্টাম্পিংয়ে। একটা সময় রাজস্থানের স্কোর দু’শো পার করে যাবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেটা হল না ধ্রুব জুরেল (৩), ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের (৪) ব্যর্থতায়। হাসারাঙ্গা অবশ্য বল হাতে চারটে উইকেট নিলেন পরে। রিয়ান পরাগ (৩৭), সঞ্জু স্যামসন (২০), শিমরন হেটমায়াররা (১৯) কিছুটা রান পেলেও টি-টোয়েন্টি সুলভ ইনিংস খেলতে পারেননি। চেন্নাইয়ের হয়ে দু’টো করে উইকেট পেলেন নুর আহমেদ, মাথিশা পাথিরানা ও খলিল আহমেদ।

এদিন পাওয়ার প্লে-তে কম রান তোলাকেই হারের জন্য দুষলেন সিএসকে অধিনায়ক রুতুরাজ। সত্যিই তাই। ছ’ওভার শেষে রাজস্থান ছিল ৭৯/১, সিএসকে ৪২/১। যে তফাত শেষ পর্যন্ত আর মেটাতে পারল না পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: **রাজস্থান রয়্যালস :** ২০ ওভারে ১৮২/৯ (নীতীশ ৮১, রিয়ান ৩৭, নুর ২/২৮)। **চেন্নাই সুপার কিংস :** ২০ ওভারে ১৭৬/৬ (রুতুরাজ ৬৩, জাদেজা ৩২ নঃআঃ, হাসারাঙ্গা ৪/৩৫)।
রাজস্থান রয়্যালস ৬ রানে জয়ী।

থাই পুলিশের দাবি ঘিরে ওয়ার্নের মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক

স্টাফ রিপোর্টার : তিন বছর পর হঠাৎই বিতর্ক শেন ওয়ার্নের মৃত্যু ঘিরে। থাইল্যান্ডের এক রিসর্ট থেকে কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ান স্পিনারের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের পর স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়েছে ওয়ার্নের। তবে সেসময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক পুলিশ কর্মীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের পর সেই দাবির সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

২০২২ সালের ৪ মার্চ থাইল্যান্ডের কোহ সামুইয়ের এক রিসর্টে ওয়ার্নের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ময়নাতদন্ত ও অটোপসির পর তাঁর মৃত্যু হৃদরোগে হয়েছে বলেই ওয়ার্নের পরিবারকে জানায় পুলিশ। তবে স্থানীয় পুলিশের ওই কর্মী ওয়ার্নের মৃত্যু নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন ইংল্যান্ডের এক সংবাদমাধ্যমে। তিনি জানিয়েছেন, দেহ উদ্ধারের সময় ওয়ার্নের ঘরে একটি যৌনতাবর্ধক ওষুধের বোতল পাওয়া গিয়েছিল। তবে সেই ওষুধের কথা প্রকাশ্যে আসতে দেওয়া হয়নি। ওই পুলিশ কর্মীর কথায়, “উর্ধ্বতন কর্তারা ওই বোতল সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনেকটাই উপর থেকে নির্দেশ এসেছিল। আর আমার মনে হয় অস্ট্রেলীয় আধিকারিকরাও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হয়তো তাঁরা চাননি যে অস্ট্রেলিয়ার এমন একজন তারকার মৃত্যু নিয়ে কোনও বিতর্ক হোক। ফলে হৃদরোগে মৃত্যুর রিপোর্টই দেওয়া হয়। মৃত্যুর অন্য কোনও সম্ভাবনার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমরাও কেউ ওই ওষুধ নিয়ে মুখ খুলিনি। বেশ কিছু শক্তিশালী এবং অদৃশ্য হাত বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেছিল।”

যে ওষুধ নিয়ে এত বিতর্ক, তার স্থানীয় নাম ‘কামাগ্রা’। থাইল্যান্ডে এই ওষুধ বিক্রি নিয়ে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে অন্যান্য যৌনতাবর্ধক ওষুধের মতো রক্তচাপ বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা থাকলে এই ওষুধও প্রাণঘাতী হতে পারে। মৃত্যুর সময় দাবি করা হয়েছিল, হৃদযন্ত্রের সমস্যা ও শ্বাসকষ্ট নিয়েই ওয়ার্ন থাইল্যান্ড এসেছিলেন। সেক্ষেত্রে এমন ওষুধ ব্যবহারের ফলে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি ওই পুলিশ কর্মী। তাঁর বক্তব্য, “ওই বোতলের কতটা ওয়ার্ন ব্যবহার করেছিলেন, তা জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে রক্ত ও বমি ছড়িয়ে ছিল। তবে আমরা নির্দেশ অনুযায়ী ওই বোতল সরিয়ে ফেলেছিলাম।” এই সাক্ষাৎকার প্রকাশের পর এখনও থাই বা অস্ট্রেলীয় প্রশাসন এখনও বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। ফলে সর্বকালের অন্যতম সেরা স্পিনারের মৃত্যু রহস্য নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে ক্রিকেটবিশ্বে।

যে ওষুধ নিয়ে এত বিতর্ক, তার স্থানীয় নাম ‘কামাগ্রা’। থাইল্যান্ডে এই ওষুধ বিক্রি নিয়ে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে অন্যান্য যৌনতাবর্ধক ওষুধের মতো রক্তচাপ বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা থাকলে এই ওষুধও প্রাণঘাতী হতে পারে। মৃত্যুর সময় দাবি করা হয়েছিল, হৃদযন্ত্রের সমস্যা ও শ্বাসকষ্ট নিয়েই ওয়ার্ন থাইল্যান্ড এসেছিলেন। সেক্ষেত্রে এমন ওষুধ ব্যবহারের ফলে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি ওই পুলিশ কর্মী।
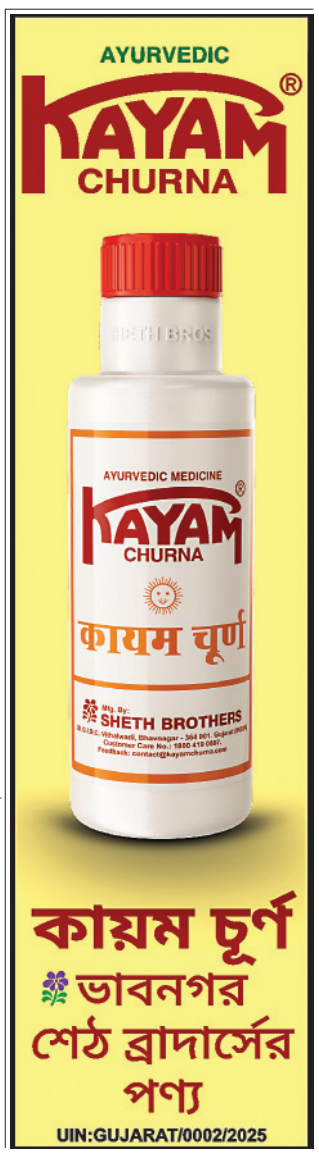
শেন ওয়ার্ন।